## ভারত ও শ্রীলংকার মধ্যেকার মৎস্যজীবিদের বিষয়ে

ভারতীয় মৎস্যজীবিদের সুরক্ষা,নিরাপত্তা ও কল্যাণের বিষয়ে ভারত সরকার সর্বাধিক গুরূত্ব দেয়। শ্রীলংকার জল সীমানার মধ্যে মৎস্য শিকার করার অভিযোগ সন্দেহে শ্রীলংকা কতৃপক্ষ দ্বারা ধৃত ভারতীয় মৎস্যজীবিদের রেহাই নিশ্চিত করা বিষয়ে ভারত সরকার অত্যন্ত নিষ্ঠার সংগে উদ্যোগ নিয়ে থাকে। একইভাবে ভারতীয় জলসীমানার মধ্যে মৎস্য শিকার রত শ্রীলংকার মৎস্যজীবিদেরও ভারতীয় কতৃপক্ষ আটক করে থাকে।

গত ২০০৮ সালের ২৮ অকটোবর শ্রীলংকা সরকারের সংগে ভারত সরকার এক যৌথ বিবৃতির মাধ্যমে উপনীত সমঝোতায় মৎস্যজীবিদের মানবিক ও জীবিকানির্বাহের বিষয়গুলিকে নজরে রেখেই আর্ন্তজাতিক সমুদ্র সীমানা লঙঘণ(আইএমবিএল) করা প্রকৃত ভারতীয় ও শ্রীলংকার মৎস্যজীবিদের সমস্যা হাল করার লক্ষ্যে একটি বাস্তবসম্মত ব্যবস্থাপনা কায়েম করে। সর্বোপরি, ২০১২ সালের জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত মৎস্যশিকার বিষয়ে যৌথ কার্যকরী গোষ্ঠীর সর্বশেষ বৈঠকে মৎস্যজীবি সমিতিদের মধ্যে বৈঠক করা বিষয়ে উভয়পক্ষ সিদ্ধান্ত নেন। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভারত ও শ্রীলংকার মৎস্যজীবি সমিতির মধ্যে ২০১৪ সালের ২৭ জানুয়ারি চেন্নাইতে একটি পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।পরবর্তী পর্যায়ের বৈঠক কলোম্বয় শীঘ্র অনুষ্টিত হওয়া নিয়ে প্রস্তুতি চলছে।

ভারত ও শ্রীলংকার মৎস্যজীবিদের পরবর্তী পর্যায়ের বৈঠকের প্রাক্কালে ভারত ও শ্রীলংকা সরকার শুভেচ্ছামুলক সৌজন্য প্রদশর্নের জন্য ধৃত মৎস্যজীবি এবং তাদের আটক নৌকাগুলি মুকতি দেওয়ার বিষয়ে সহমত হয়েছেন। ২০১৪ সালের ১২ মার্চ থেকে উভয় দেশ ধৃতদের মুকতি দেওয়ার পরকিরিয়া শুরূ করেছেন।

**নয়াদিল্লি**

**১৩ মার্চ ২০১৪**